14

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ০7 JUN 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২

লাইব্রেরী

হতে পারে বিশ্ব যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু

লাইব্রেরী হচ্ছে বিশ্ব যোগাযোগের মাধ্যম। নানান দেশের বই, পত্রিকা, জার্নাল পড়ে ঘরে বসেই তৈরি করা যায় যোগাযোগের সেতুবন্ধন। তৈরি করা যায় ভিন দেশী মানুষ কিংবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক। আর এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়োজন নেই পাসপোর্ট ভিসার। শুধু পত্র যোগাযোগ। শাহরিয়ার আলী ডুয়েল নামের এক সংগীত ভক্ত তরুণ সেটাই প্রমাণ করেছেন। আজ তাই ঘরে বসেই আমন্ত্রণ পেয়েছেন আমেরিকা যাবার। তার লেখা গান হলিউডের একটি রেকর্ডিং কোম্পানী গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডের একটি বই প্রকাশক ডুয়েলের কাছে পান্ডুলিপি চেয়েছে। দি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব পয়েটস নামের আমেরিকার কবি সংগঠনের সদস্য মনোনীত হয়েছেন। সংগঠনটি 'বিশ্ব শান্তির জন্য কবিতা' শীর্ষক কবিতা প্রতিযোগিতায় ডুয়েলের একটি কবিতা গ্রহণ করেছে। ডুয়েলের জন্য এত সুযোগ এসেছে শুধুমাত্র লাইব্রেরী ওয়ার্ক করার কারণে।

ডুয়েল জানান, সময় পেলে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করেন। ইউসিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ডুয়েলের প্রিয় লাইব্রেরী। সেখান থেকে বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ডুয়েল চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আর এভাবে তার ভাগ্যে জুটেছে এতগুলো সাফল্য। এসেছে পুরস্কারেরও সুযোগ। ডুয়েল জানিয়েছে শুধুমাত্র লাইব্রেরী থেকে ঠিকানা কালেকশন করে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি করে বর্তমানে চারটি বিদেশী সংগঠনের সদস্য হিসেবে জড়িত। এর মধ্যে আমেরিকার কবি সংগঠন ছাড়াও রয়েছে জাপানের ওয়ার্ল্ড পিস নামের একটি সংগঠন। হিরোশিমায় বোমা ফেলার বিপক্ষে বিশ্বজনের মতামত সংগ্রহ করতে এক সিগনেচার ক্যাম্পিং-এ বাংলাদেশের হয়ে ডুয়েল কাজ করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে এই ক্যা

লাইব্রেরী আপনার জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে পারে

বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক হাজার শান্তিকামী মানুষের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। তিনি হলিউড রেকর্ড কোম্পানীতে গান পাঠিয়েছিলেন ১৯৯০ সালে। 'হু ইজ দ্যাট বয়?' নামে পাংদের কালচার নিয়ে লেখা ডুয়েলের গানটি রেকর্ডিং কোম্পানী মিউজিক অব আমেরিকান অ্যালবামে প্রকাশ করার জন্য গ্রহণ করে। কোম্পানী গান চেয়ে ওদের দেশীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে মনোনীত হয়েছে গানটি। এজন্য কোম্পানী একটি সার্টিফিকেট দিয়েছে। ৪০টি দেশের গীতিকাররা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব পোয়েটস সংগঠনটিও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল 'বিশ্ব শান্তির জন্য কবিতা' চেয়ে। ডুয়েল সেখানেও কবিতা পাঠায়। সংগঠনটি তার কবিতা গ্রহণ করে এবং তাকে সদস্যপদ দেয়। এজন্য একটি ধন্যবাদপত্র এবং সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। আমেরিকার প্রতিটি রাষ্ট্র এবং কানাডার অঙ্গরাজ্যসহ বিশ্বের ৪১টি দেশের কবিরা কবিতা পাঠায়। প্রতিযোগিতায় এত কবিতা জমা হয় যে সবগুলো কবিতা জোড়া করলে চারটি ফুটবল মাঠের সমান হবে। এই প্রতিযোগিতার খবর লন্ডন টাইমসের সাহিত্য সাময়িকী পাতায় ছাপা হয়েছিল। ডুয়েল দুঃখ করে জানিয়েছেন মৌলিক রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ সে বিদেশের মাটিতে বেড়াবার আমন্ত্রণ পেয়েছিল, কিন্তু ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস সেই সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। তা ডুয়েলকে ভিসা দেয়নি। ইন্টারন্যাশনা সোসাইটি অব পয়েটস তাদের ৫ম কবি সম্মেলনে যোগ দিতে ডুয়েলকে আমন্ত্র জানায়। ২৯ জুন, ১৯৯৫ ভিসা দেবার অনুরোধ জানিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসকে চিঠিও লেখে যাতে করে পাঁচদিনের ভিসা দেয় হয়। কিন্তু মার্কিন দূতাবাস ডুয়েলকে ভিস দেয়নি। ১৯৯৩ সালেও একই ঘটনা ঘটে পর পর দুই বছর আমেরিকা যাবার সুযো থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ডুয়েলকে। বৈধ কাগজপত্র এবং আমেরিকা থেকে অনুরোধ করা চিঠি দেখানো সত্ত্বেও ভিসার অনুমতি দেয়া হয়নি। ডুয়েল এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায় উত্থাপন করেছেন।

ঢাকা মিউজিক টাচ নামের ব্যান্ড গ্রুপের বেইস গিটারিষ্ট ডুয়েল ইংরেজীতে কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। বললেন, আমাদের সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে। তাই যেখানে সুযোগ পাই সেখানে অংশগ্রহণ করি। বিদেশের দরবারে আমার একটাই পরিচয় আমি বাংলাদেশের তরুণ।

❑ আনজীর লিটন